PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-14, No.-2, November 2023

প্রেম: ঘরের না বাইরের ?

দীনবন্ধু বিশ্বাস [1*]

[1*] সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কালনা কলেজ, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইলঃ dinabandhubiswas.01@gmail.com

সারাংশ: বাবা, মা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী এমন সামাজিক সম্পর্ক ছাড়াও নর-নারীর আরও একটি সম্পর্কের (গোপন) কথা সুপ্রাচিন কাল থেকেই চলে আসছে। সেই সম্পর্ক ঘরের নাকি বাইরের? সমাজ ও সাহিত্যের নানা দিক ঘেটে ওই জিজ্ঞাসার স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

আকরশব্দ: প্রণয়, দাম্পত্য, বন্ধন, মুক্তি, নর-নারী।

'প্রেম ঘরের না বাইরের?' এটি একটি সমাজমনস্ক বিতর্কিত অথচ প্রাসঙ্গিক আলোচনা। পৌরাণিক এবং মধ্যযুগের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরির আগে অর্থাৎ সামাজিক বিবাহবন্ধনের পূর্বে নারী-পুরুষের মেলামেশার পরিসর সংকীর্ণ ছিল। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় লাগল পাশ্চাত্যের ঢেউ।এখন বৈবাহিক সম্পর্কের আগে বা পরে নরনারীর মাঝে ভিন্ন এক সম্পর্ক দানা বাঁধছে, গ্রাম থেকে শহর সর্বত্রই নারী-পুরুষের এ সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। যার নাম প্রকট ভাবে হতে পারে প্রেম।এটা যে সামাজিকভাবে আপাত স্বীকৃত, তার প্রমাণ মফঃস্বল থেকে শহরে দু-পাঁচ কিলোমিটার পরপর একটি করে রাষ্ট্রীয় উদ্যানের উপস্থিতি। পাঁচিল উঁচু করা উদ্যানে ফোটা ফুলের সৌন্দর্য্য উদঘাটনের পাশাপাশি নরনারী আপন অনুরাগ, মান-অভিমানকেও হৃদয়ের আয়নায় দেখে নেয়। এই দেখাশোনা ও মেলামেশাতে উদ্যানের অভ্যন্তরে কেউ তোমাকে বাঁধা দেবে না। দণ্ডনীয় অপরাধের খাঁড়াও ঝুলবেনা তোমার সামনে। সরকারী ট্যাক্সের টাকায় চিত্তবিনোদনের জন্যে যেমন খেলার মাঠ তৈরি হয়েছে, শিক্ষার জন্যে স্কুল-কলেজ, কাম-ক্রোধ-লোভ নিয়ে আত্মদর্শনের স্বীকৃত আস্তাকুর এসব উদ্যান।

নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে জেনে নেবার তাগিদেই গার্ডেনের প্রয়োজন। আরো স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে, নিজের ভেতরের সমস্ত প্রবৃত্তিকে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এমন সব) জেনে নেওয়ার একটি পূর্বপ্রস্তুতি এ চৌহদ্দি। এ উদ্যান আসলে বৈবাহিক সম্পর্কের আগেই পরস্পরকে বুঝে নেবার লীলাভূমি। এখন নর-নারী প্রায় সমস্ত অনুভূতি জানার পরে দাম্পত্যগৃহে পদার্পণ করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এ সুযোগ ছিল কম। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের পাশাপাশি মানুষের আরও একটি চাহিদা প্রগাঢ় হয়ে ওঠে, তা হল ভালোবাসার চাহিদা। মনের মানুষের সাথে নিজের শরীর এবং মন মেশানোর চাহিদা। কিন্তু আদি যুগে নারী-পুরুষের সে চাহিদা জাগার আগেই ছেলেমেয়ের চার হাত (বাল্যবিবাহ) এক করে দেওয়া হোতো। ফলে তাদের মধ্যে শরীরি জ্বলন অতটা ছিলনা।

কিন্তু আজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার যুগ। মানুষ বুঝেছে সসম্মানে অন্তিম দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবার জন্য দরকার স্বাবলম্বীতা। আর স্বাবলম্বীতার সঙ্গে যোগ কর্মের। কর্ম খুঁজে নেওয়া বা কর্মক্ষম হয়ে ওঠা সময় সাপেক্ষ ব্যপার। ফলে ছেলে-মেয়েদের বয়স বেড়ে যায়। আঠারো থেকে কুড়ি, কুড়ি থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর পর্যন্ত সময় লেগে যায় কর্মক্ষেত্রে পদার্পণে। তাহলে আঠারো থেকে ত্রিশ, এই বারোটা বছর, তার শরীরের প্রবৃত্তি কীভাবে নিবৃত্তি হবে? স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য দীর্ঘসময়ের প্রয়োজন, সে সময় সে শরীর নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কারণ কামতো উড়িয়ে দেওয়ার নয়, পুড়িয়ে দেওয়ারও নয়, তাই সে বেছে নেয় অল্টারনেটিভ সেক্স (সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের ভাষায়)। ঘর নয়, বাইরে বিচরণের পরিসর।

আসলে মানুষের মন এবং দাম্পত্য জীবন এ দুইয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে। প্রেম চিরকাল আবেশী হাওয়া, ফাঁকা রাস্তায় অথবা নদীর ঢেউয়ের তালে তালে ভেসে চলা ভালো লাগার অনুভব। আর দাম্পত্য সম্পর্ক এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে দায়-দায়িত্ব পালন। সনাতনী সমাজে আদি প্রেমিক-প্রেমিকা বলতে রাধা এবং কৃষ্ণ। এঁরা দুজনে আপাত ভাবে কোনো অবস্থাতেই দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হননি। রাধা পরস্ত্রী। আয়ান ঘোষের বউ। সে কূলবধু। তার প্রণয় জেগে উঠল পথের ধারে দেখা হওয়া দুঃসম্পর্কের আত্মীয় শ্রীকৃষ্ণের সাথে। বাঁশির সুরে মোহিত হয় রাধা। হৃদয়াবেগের হিল্লোলে আন্দোলিত হয়ে ঘন ঘন ছুটে আসে কদমতলে। বাঁশি শুনে উতলা হয় শ্রী রাধার মন। 'বাঁশি শুনে কি ঘরে থাকা যায়..' [১]

প্রেম শরীরকে ছাপিয়ে হৃদয় উতলা করে। আর দাম্পত্য শুধু শরীরের ঝাঁকুনি। সেখানে হৃদয়ের চাওয়া পাওয়া অপেক্ষা দায়িত্ববোধ বেশি। প্রণয় সংঘটিত হয়েছিল রাধাকৃষ্ণের মধ্যে। যুগে যুগে কলঙ্কিনী রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্ক প্রচারিত, আলোচিত। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই কি রাধা নই? প্রেমের জগতে প্রত্যেকেই কি কৃষ্ণ নই? এরপর মধ্যযুগ থেকে আধুনিক, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, ইংরেজি সাহিত্য, এমন কোথাও পাওয়া যাবে না, যেখানে এই অসাম্য প্রেম ঘটেনি। সেই শ্রীকৃষ্ণ থেকে আজকের চোদ্দটা অস্কার বিজয়ী 'টাইটানিক'[২] সিনেমায় জ্যাক-রোজের সম্পর্কের প্রণয়, সে তো একই। রোজ পরস্ত্রী, আর জ্যাক দস্যি দামাল যুবক। রোজ ভালোবাসে জ্যাককে। যদিও রোজ তখন অন্য কারোর বাগদত্তা। কিন্তু প্রণয়, সে তো ঘরে আনার নয়। রোজ দাম্পত্য সম্পর্কে জাহাজের সব থেকে পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি ঘরে নরম বিছানায় স্বামীর সঙ্গে প্রতিদিন মিলিত হতেই পারত, তা সত্ত্বেও রোজ ভালোবাসার ডানায় ভর করে নেমে এসেছে জাহাজের ডেকে। প্রেমিক জ্যাকের হাত ধরে ছুটে চলে যায় পাটাতনে। উন্মুক্ত দুহাত অবারিত করে দেয়। প্রকৃতির হাওয়া এসে লাগে। একটু একটু করে তাদের ভালোবাসার মোচড় খোলে। ভালোবাসা তো বাইরের আর দাম্পত্য অনুভব একান্তই ঘরের। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভালোবাসাও ছিল অবারিত। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ছড়ানো। যমুনার কূলে কূলে কদমের তলে তলে সুরে সুরে মাতানো। আর রাধার সাথে আয়ান ঘোষের যে দাম্পত্য সম্পর্ক, তার প্রকাশ গৃহকোণে। সেই পৌরাণিক যুগ থেকে আজকের 'টাইটানিক'। অথবা মাঝখানে যত গল্পগাঁথা, উপন্যাস সবেতেই প্রেম বাইরের, আর দাম্পত্য সম্পর্ক ঘরের। এই কথাটিই প্রকটিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ বয়সের (সালটা ১৯২৯) উপন্যাস 'শেষের কবিতা'। প্রায় সত্তর বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ নতুন মত প্রতিষ্ঠা করেছেন এই গ্রন্থে। এখানে অমিত এবং লাবণ্যের প্রগাঢ় প্রণয় দেখালেন। যে প্রণয় শুরু হয়েছিল শিলঙের আঁকাবাঁকা পথ নেমে আসার রাস্তায়। অমিত লাবণ্যের গাড়িতে ধাক্কা

মারে। মৃত্যুর পাড় ছুঁয়ে গাড়ি থেকে নেমে আসে একটা মেয়ে। অমিতের অনুভূতি, 'মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো, মৃত্যুর কালো স্পট পেছনে। সেই অন্ধকার ক্যানভাসে বিদ্যুৎ রেখার মতো মেয়েটির হঠাৎ ফুটে ওঠা।'[৩] 'First sight love'। প্রথম দর্শনেই প্রেম। অমিত বাড়ি গিয়ে ডাইরিতে লিখল- 'পথ একি পাগলামী করল। দুজনকে দুজায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে এক রাস্তায় চালান করে দিল। শুরু হলো আমাদের যুগল চলন।' তারপর! গদ্যতে এ ভাষা প্রকাশ করা যায় না, তাই অমিত ছন্দের আশ্রয় নিল -'পথ বেঁধে দিল বন্ধন হীন গ্রন্থি,/আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী..."[৪], এতেও মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না অমিত, তখন সে আবার বলে ওঠে-

"For Gods sake, hold your tongue
and let me love!"[৫]
"দোহায় তোদের একটুকু চুপ কর।
ভালোবাসিবারে দে রে অবসর।"[৬]

আচ্ছা, এই যে কথা, অমিতের এই যে অনুভূতি। এ কি কখনো মিথ্যা? অর্থাৎ, আমি এই কথাটিই বলার চেষ্টা করছি যে, তাদের মধ্যে প্রণয়ের কোনো খামতি ছিল না। উল্টো দিকে লাবণ্যেরও না। তার পিসিমা যখন বলেছে, 'মা লাবণ্য! তুমি কি অমিতকে সত্যিই ভালোবাসো?' লাবণ্য বলেছে, 'পিসিমা, এ কথা কেন? আমি তো ভেবে পাইনে, আমার থেকেও বেশি ওকে কেউ ভালোবাসতে পারে। কিন্তু পিসিমা দয়া করে আমাকে ওকে বিয়ে করতে বলো না।'[৭] এখানেই অনুভবের মর্মার্থ। আমাদের চির-বিস্ময়, তাহল-ভালোবাসে, অথচ বলছে 'ভালোবাসি বলেই বিয়ে করতে বোলো না।' আপাত, স্থূল, লৌকিক, মধ্যমেধার বিচারে এটা দ্বিচারিতা ছাড়া কী? তাহলে ভালোবাসা কি ঘরে আনবার নয়? রবীন্দ্রনাথ তো এটাই বললেন।

শুধু তাই নয়, উপন্যাসের অন্তিমে তিনি দেখিয়েছেন যে, লাবণ্য অমিতকে বিয়ে করেনি, বিয়ে করেছে শোভনলালকে। যার সাথে সে রাস্তাঘাটে, গার্ডেনে, ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় ঘুরে বেড়ায়নি। হাতে হাত রেখে বলেনি এই যে হাতখানি দিয়েছ, এ কতবড়ো পাওনা, এ আমি ভেবে পাইনে। এই যে হাতে হাতে কথা হচ্ছে, এ কথার কি কোনো মানে হয়? এমন কোনো ভালোবাসার কথা লাবণ্য আর শোভনের মধ্যে হয়নি। কিন্তু লাবণ্য সিদ্ধান্ত নেয় শোভনলালকে বিয়ে করার। প্রেম রইলো বাইরে আর বিবাহ গেল ঘরে। প্রেম পড়ে রইলো ইউক্যালিপটাস গাছের তলায়। সেই হাওয়ায়, সেই ছাদের ঝিরঝিরে বাতাসে। আর রাস্তায় দুটো গাড়ির পরস্পর মুখোমুখি ধাক্কা লাগার স্মৃতিতে। শুধু লাবণ্য নয় অমিতও মেনে নিল। অমিতকে তার বন্ধু যতিশঙ্কর প্রশ্ন করেছে, 'অমিত, শুনছি নাকি তোমার কেটি মিত্তিরের সাথে বিয়ে। লাবণ্যর সাথে বিয়ে নয়!'। অমিত খুব কৌশলী যুবক তাই সে স্পষ্ট করেই বলল, 'হ্যা, আমার লাবণ্যও রইলো, আমার কেটি মিত্তিরও রইলো। লাবণ্য হল আমার দীঘি। আমার যখন ইচ্ছে হবে, তখনই সেখানে সাঁতার দেব। আর কেটি, ও আমার ঘড়ায় তোলা জল। যখন আমার মন বলবে, তখন আমি একটু করে গ্লাসে ঢেলে খাব। আসলে দাম্পত্য সম্পর্ক কবির কাছে সংকীর্ণ, ঘড়ায় তোলা জল। আর বাইরের বিস্তীর্ণ দীঘি আর ব্যাপ্ত পরিসরের মধ্যে প্রেমকে দিলেন ছাড়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই তথ্য খাড়া করেছেন শেষ বয়সে। অর্থাৎ, এ তাঁর দার্শনিক মনের ফসল ও সিদ্ধান্ত। শুধু 'শেষের কবিতা'য় নয়, আরো দশ বছর

পর 'তিনসঙ্গী' নামক গ্রন্থে তিনি যে তিনটি গল্প লিখলেন, 'রবিবার', 'শেষকথা', ও 'ল্যাবরেটরি', সেখানেও সেই একই তত্ত্ব। নায়ক-নায়িকার স্মৃতি বিচরণেই প্রেমকে আটকে রাখলেন।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও সেই একই অনুভবের কথা বলেছেন 'রাজসিংহ' উপন্যাসে। নিষ্ঠুর, দুরাচারী, পাপিষ্ঠ ঔরঙ্গজেবের হৃদয়ে প্রেমের জাগরণ ঘটল। যে নিজেকে ছাড়া আর কাওকে কখনো ভালোবাসেনি, সে নির্মলকুমারীর গুণে আকৃষ্ট হয়ে বৃদ্ধ বয়সে ভালোবাসার স্বাদ অনুভব করেছেন। তাই গভীর বেদনাদীর্ণ কণ্ঠে নির্মলকুমারীর প্রতি তাঁর প্রার্থনা- 'এ পৃথিবীতে আমি কেবল তোমায় ভালোবাসিয়াছি, কিন্তু তোমায় পাইলাম না। তোমায় ভালোবাসিয়াছি, অতএব তোমায় আটকাইব না- ছাড়িয়া দিব। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই করিব। যাহাতে তোমার দুঃখ হয়, তাহা করিব না। তুমি যাও।'[৮] কী অদ্ভুত কথা! তোমাকে ভালবাসি তাই ছেড়ে দেব। তার কাছে জৈবযোগে কোনো উত্তরসূরী চায়না দিল্লীশ্বর। তাই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় না সে। এ হৃদয়ের সন্মতি, বিবাহ গৃহের গণ্ডিতে আবদ্ধ, এই তো বোঝালেন বঙ্কিমবাবু।

আর এই প্রজন্মের সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতার মধ্যে কি এই কথাটি বলেননি যে, 'বরুণা! একদিন তুমি আমার জন্য তোমার বুকের খাঁজে সুগন্ধি রুমাল গুঁজে রাখতে। কিন্তু বরুণা, আজ তোমার বুকে মাংসের গন্ধ।'[৯] আচ্ছা, এই কথা দিয়ে কি এই প্রমাণিত হলো না যে, প্রেম বাইরের বস্তু বলেই, তার সঙ্গে আমার মাস অন্তর একবার দেখা হয় বলেই, আমার শ্রেষ্ঠত্ব আমি তার জন্য তুলে সাজিয়ে রাখি? আর সে আমার এই শ্রেষ্ঠত্বটুকু দেখে 'oh! How sweet you! You so glassy and attractive.' বলে আকুলিত হয় এবং ব্যাকুলিত সে কথা শুনতে আমার ভালো লাগে। তারপর বরুণাই যখন আমার ঘরে আসে, প্রতিদিন আমার বাড়ির সামনে, আমার বাড়ির উঠোন টা ঝাঁট দিয়ে বেড়ায়, আমার ঘরের নোংরা জামা কাপড়গুলি প্রতিদিন তাকে কাচাকাচি করতে হয়, তখন তার গা দিয়ে তো ঘামই ঝরবে, সেই গন্ধই তো তার শরীরে লেগে থাকবে। অর্থাৎ, সংসার তো কতকগুলো কর্তব্য এবং কর্মের সমষ্টি। আর ভালোবাসা দুজনের ভাবসাগরে ভেসে চলা ভেলা। এটাই তো প্রমাণিত সত্য। আর এই মর্মসত্য যে উপলব্ধি করেছে সে কোনোকালেই প্রেমকে ঘরে আনতে চায়নি। আর যারা জোর করে বা না বুঝে প্রেমকে ঘরে আনতে চেয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের অভিযোগ (পরস্পরের প্রতি) 'তুমি তো আগে এমন ছিলে না।', 'তুমি তো এরকম কথা বলতে না।' এটাই ট্র্যাজেডি। কারণ তখন ছিল প্রেম। আর এটা সংসারের দায়বদ্ধতা। প্রেম আর সংসার কখনও তো এক হতে পারে না। কালে কালে সমস্ত সাহিত্য তো তাই বলে এসেছে। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। তাই পৌরাণিক যুগ থেকে এই পর্যন্ত, এটাই প্রমাণিত যে, প্রেম বাইরের বস্তু, ঘরের নয়।

বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে প্রেম পঞ্চরসের (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বৎসলতা, মধুর) সাধনা। আর এই কারণেই প্রেমিক বা প্রেমিকাকে একই সঙ্গে গালাগালি দেওয়া যায়, আবার ওই মুখে একই সঙ্গে দেবী বলা যায়। প্রেমিকাকে জড়িয়ে ধরে প্রাণ ভরে কাঁদা যায়। বিগত দিনের সমস্ত পাপ, কলুষ সমস্ত কিছু ভাগ করা যায়। কারণ সে বন্ধু। আবার কখনো কখনো সে শাসন করে, মনে হয় আমার পিতা, আমার মাতা। একই সঙ্গে তার মধ্যে পিতা, মাতাকে খুঁজে পাওয়া যায়। সেই জন্যই না, কৃষ্ণ অমন তেজস্বী। বলোদীপ্ত। বলীয়ান। সে কংসকে বধ করতে পেরেছিল। অথচ তাকে দিয়ে রাধিকা মাথার ভার বহন করে নেয়।[১০] সে তখন হয়ে যায় দাসানুদাস। কৃষ্ণ শ্রীরাধিকার কাছে দাস। শ্রীরাধিকা বলে, 'এই আমার মাথায় ছাতা

ধরো।' সে ছাতা ধরতে ধরতে শ্রীরাধিকার পেছন পেছন যায়। তার মাথায় রোদ পড়ে আর শ্রীরাধিকার মাথা থাকে ছায়াতে। আমরাও কি আমাদের লোকজীবনে রাধাকৃষ্ণের মতো অমন দৃশ্য দেখিনা? প্রেমিক-প্রেমিকা একজন ছাতার ভেতরে আর একজন বাইরে। একজনের পায়ে কাঁটা ফুটে গেলে, অন্যজন প্রভুর মতো তার সেবা করে। বলে, 'দেখি তোমার পায়ের পাতাটা। দরকার হলে আমি দাঁত দিয়ে তুলে দেব তোমার পায়ের কাঁটা।' তখন সে তার কাছে প্রভু। আর অন্যজন তার দাসানুদাস। আর যখন আমার শরীর, আমার মন আকুলি, বিকুলি করে এক অদ্ভুত প্রাপ্তির জন্যে। (ফ্রয়েডের ভাসায় লিবিডো) আমি যখন লিবিডোর তাড়নায় ছটফট করি, কামনার জ্বালায় যখন আমার শরীর জর্জরিত, তুমি তখন সেই কোন মহামন্ত্র বলে তোমার উপাদেয় পেলব, নরম, কোমল লাবণ্যমিশ্রিত নবনীনিন্দিসুন্দর তনু এনে আমার শরীরের জ্বালা ঢেকে দাও। তখন তো আমার প্রেয়সী তুমি। সব অনুভূতিতেই তুমি আমার প্রেমিকা অথবা আমি তোমার প্রেমিক। স্ত্রী বা স্বামীর কাছে কি এই অনুভূতির বণ্টন হয়? না হতে পারে? কোনো দিন কোনো কালে হয়েছে কি? তাই পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্য, পৌরাণিক থেকে বর্তমান যত সাহিত্যিকদের, কবিদের জীবনী তুমি দেখবে, পড়বে, তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক, তাদের স্বামী বা স্ত্রীকে নিয়ে কবিতা বা গল্প মেরেকেটে দুই শতাংশ। বাকি আটানব্বই শতাংশই লেখা হয়েছে প্রেমকে নিয়ে। অর্থাৎ প্রেমিক প্রেমিকার অনুভবে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নীরা'র এক শতাংশও বোধ হয়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় নয়। এক আগন্তুক সংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছিল 'স্বাতীদি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মানে আপনার স্বামী 'নীরা'কে নিয়ে প্রচুর কবিতা লিখেছেন, এই নীরা কি আপনি?' স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় শান্ত, ধীর, স্থিরভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি বোধ হয়, তার এক শতাংশও নই।' তাহলে স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে লেখকের কবিতা কোথায়? অথবা স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে কবিতা তিনি তখন লিখেছিলেন, যখন স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় অর্ধাঙ্গিনী হননি। তখন তিনি ছিলেন প্রেমিকা। বিয়ের পরে লেখকের প্রেরণাদাত্রী হতে পারলেন না। কারণ বিয়েতে নর-নারী তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় (ভাল-মন্দ) নিয়ে দুজন দুজনের কাছে হাজির হয়। তখনতো কিছু আড়াল থাকে না। আমার ভেতরের সমস্ত নেতিবাচক দিকগুলোও ধরা পড়ে যায়। ওই যে, ‘কেউ কথা রাখেনি’ কবিতায় সুনীলবাবু বলেছেন- 'বরুণা! তোমার বুকে আজ মাংসের গন্ধ।' কিন্তু যখন প্রেমের আবহ চলে, একবার জোয়ার আসার মতো মাসান্তর জোয়ার আসে। ফুলে ফেঁপে ওঠে নদীর বুক। সে সময় তোমার উতলে ওঠা বুকের সৌন্দর্যে আমি আপ্লুত হই। কিন্তু ভাটার সময় সে বুক শুকিয়ে পাঁজর বেরিয়ে পড়ে। এই জোয়ার ভাটা মিলে সংসার জীবন। সেখানে খারাপ ভালো সবের উপস্থিতি। আর প্রেম, সে প্রেমই। তাই কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'অনামিকা' কবিতায় বলেছেন-

“তোমারে বন্দনা করি
স্বপ্ন সহচরী
লো আমার অনাগত প্রিয়া,
আমার পাওয়ার বুকে না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া!” [১১]

তারপর সেই দীর্ঘ কবিতার অন্তিমে সেই আকুল জিজ্ঞাসা 'What is mean by love!' প্রেমের সংজ্ঞা দিচ্ছেন তিনি। অথচ নজরুলকে আমরা চিরকাল বিদ্রোহী কবি জেনে এসেছি। তিনি নাকি ইংরেজদের বিরুদ্ধে রণঝংকার, হুংকার তুলেছিলেন কলমের দ্বারা। দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে যুবকদের উদ্বুদ্ধ

করেছিলেন, তাই তিনি বিদ্রোহী। তিনি যে নিজের হৃদয়ের কাছে কত বিদ্রোহী ছিলেন! বারবার যন্ত্রণার সাগর খনন করতে করতেও নিজের হৃদয়ের কাছে ফিরে ফিরে গেছেন। আপন অনুভবকে নিয়ে তিনি যে এমন গবেষণা করেছেন, সেকথা ক'জন মানুষ আমরা জানি? তিনি প্রেমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'অনামিকা' কবিতার অন্তিম পর্বে বলেছেন-

"এতদিনে পরিচয় পেনু, মরিমরি!
যাহারে বাসিব ভালো-সে-ই তুমি,
ধরা দেবে তায়!

.....
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়!"

কারণ,

"প্রেম সত্য, প্রেম-পাত্র বহু-অগণন,
তাই-চাই, বুকে পাই, তবু কেন কেঁদে ওঠে মন।
মদ সত্য, পাত্র সত্য নয়!
যে-পাত্রে ঢালি খাও সেই নেশা হয়!"

কবি বলেছেন প্রেম নেশার মতো। মাতলামির মতো। যেমন মদকে তুমি যে পাত্রেই ঢেলে খাও- গ্লাসে, বাটিতে, বোতলে..নেশা এক। তদরূপ ভালোবাসার পাত্র বহু। কিন্তু ভালোবাসার অনুভব অকৃত্তিম। ভালোবাসার মতো বাসতে পারলে যে কোনো পাত্রই সুখকর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু দাম্পত্য সম্পর্ক এক, সেখানে মানুষ বৈবাহিক জীবনে আবদ্ধ। সেই একই পাত্র সিঞ্চন করে করে দাম্পত্যের গড়ল বলো, আর অমৃত বলো - সেটাকেই পান করতে হয়। তাই ঘর ঘরই। আর প্রেম বাইরের অনুভব, তা ঘরে আনবার নয়। তবে গভীর ভাবে ভাবলে বলতে হয়, প্রেম অধিকতর ঘরের বস্তু। তবে তোমার হৃদয় ঘরের। হৃদয়ের সমস্ত জানলা খোলা অন্দরে প্রেম যাতায়াত করে সমস্ত হৃদয় জুড়ে। আর কংক্রিট, ইট-কাঠ দিয়ে তৈরি যে বাড়ি, সেই ঘরে তোমার দাম্পত্য।

প্রেম নির্দিষ্ট বয়সের নয়, নির্দিষ্ট ক্ষণেকের নয়, সারা জীবনের, সারা বয়সের, সব সময়ের। প্রেমকে শ্রদ্ধা করতে জানলে সেই প্রেমের ভেতরে মণিমাণিক্য মেলে। কিন্তু প্রেমিককে যখনই তুমি আঁকড়ে ধরতে যাবে তখনই সে হারাবে। তাই প্রেমকে অনুভব করতে হলে আমাদের শ্রীচৈতন্যের ভাবে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। তাঁর যে দুই হাত উঁচু করে চলন, যাকে বলে আত্মসমর্পণ। মনের মানুষ যদি কোনদিন আসে, সেই অপেক্ষায় বসে থেকো। হাত নামিয়ে জোর করে তাকে ধরতে যেওনা। বরং গানের সুরে বল- 'যদি তারে নাই চিনি গো সে কি/ সে কি আমায় নেবে চিনে/এই নব ফাল্গুনের দিনে,/ জানিনে জানিনে'...। এভাবেই প্রেম চিরকাল ধরার মধ্যে অধরা, বদ্ধতার মাঝে মুক্তির আনন্দে বহমান।

তথ্যসূত্র:

১. লিরিক- স্বপন চক্রবর্তী, গীতিকার- আশা ভোসলে

২. টাইটানিক (সিনেমা) ,পরিচালক- জেমন্স ক্যামেরন, অভিনয়ে- লিওনার্দো দ্য ডেকাপ্রিয়ে, কেট ইউনস্লেট

৩. রবীন্দ্র উপন্যাসসমগ্র, বিশ্বভারতী প্রাকাশনী, পুনর্মূদ্রণ ১৮০৪, পৃষ্ঠা- ১১১৪

৪. রবীন্দ্র উপন্যাসসমগ্র, বিশ্বভারতী প্রাকাশনী, পুনর্মূদ্রণ ১৮০৪, পৃষ্ঠা- ১১১৫

৫. রবীন্দ্র উপন্যাসসমগ্র, বিশ্বভারতী প্রাকাশনী, পুনর্মূদ্রণ ১৮০৪, পৃষ্ঠা- ১১২৫

৬. রবীন্দ্র উপন্যাসসমগ্র, বিশ্বভারতী প্রাকাশনী, পুনর্মূদ্রণ ১৮০৪, পৃষ্ঠা- ১১২৫

৭. রবীন্দ্র উপন্যাসসমগ্র, বিশ্বভারতী প্রাকাশনী, পুনর্মূদ্রণ ১৮০৪, পৃষ্ঠা- ১১৬৯

৮. রাজসিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পঞ্চানন মালাকার সম্পাদিত), ইউনাইটেড বুক এজেন্সি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১২, পৃষ্ঠা ২৭০

৯. 'কেউ কথা রাখেনি' (কবিতা) – সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

১০. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বড়ু চণ্ডীদাস, ভারখণ্ড

১১. সঞ্চিতা, নজরুল ইসলাম, কবিতা- 'অনামিকা', পৃ- ১৩২, ডি এম লাইব্রেরি কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯২৮

গ্রন্থপঞ্জি:

১. রবীন্দ্র উপন্যাসসমগ্র, বিশ্বভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৭

২. দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮

৩. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় যুগলবন্দি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২

৪. সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইউনাইটেড এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০২

৫. সঞ্চিতা, নজরুল ইসলাম, ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯২৮

৬. বাঙালী জীবনে রমনী, নীরদ চৌধুরী, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৫

৭. একটি খোলা চিঠি: পাঠককে, দীনবন্ধু বিশ্বাস, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯১০

৮. বঙ্কিম রচনাবলী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪১৩

৯. গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩১

১০. আমার অন্তর আমারস্বদেশ, তসলিমা নাসরিন, চারদিক, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০৭

১১. ফ্রয়েড প্রসঙ্গ, দেবিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৭

১২. সিগমুন্ড ফ্রয়েড, মনঃসমীক্ষণের রুপরেখা, পুষ্পামিত্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র, নিউসেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩১৪